রুবেলকে বাবা মায়ের কবরের পাশে দাফন

ঢাকার উত্তরায় গার্ডার চাপায় নিহত রুবেলের জানাজা শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর ঘোড়ামারা গ্রামের কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তার পিতা মাতার কবরের পাশেই দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর ঘোড়ামারা গ্রামে তার জানাজা শেষে গ্রাম্য কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। গত রাত দেড় টার দিকে নিহতদের মরদেহ নিজ গ্রামে এসে পৌঁছে।

নিহতের গ্রামের বাড়িতে স্বজনসহ এলাকার শত শত মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় করছিলেন। মরদেহ পৌঁছাতেই পরিবারের সদস্যদের আহাজারি শুরু হয়।

রাজনগর জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান তার নামাজে জানাজাতে ইমামতি করেন। এসময় এলাকার জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ জানাজাতে অংশ নেন।

সোমবার বউভাত শেষে বর-কনসহ কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে রুবেল মিয়া উত্তরা থেকে আশুলিয়া ফিরছিলেন। পথে গার্ডার দুর্ঘটনায় বর-কনে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও গাড়িতে থাকা বাকি পাঁচজনই নিহত হন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে মাদরাসার একাডেমি ভবনের উদ্বোধন করলেন

এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদরাসার একাডেমী ভবন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এ ভবন উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

মাদরাসার সভাপতি আব্দুল রাজ্জেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট সহ সার্বিক ব্যবস্থা আজ উন্নতির দিকে।

কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখে চক্ষুসুল হয়ে দেশে অরাজকতার ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন কোন লাভ হবেনা। দেশের মানুষ বুঝে গেছে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে আ’লীগ সরকারের বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, আ.লীগ নেতা মিজানুর রহমান টিপু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীসহ এলাকার জনসাধারণ।

দামুড়হুদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিনের রাষ্টীয়

মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যায় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার উদ্দিন দীর্ঘ দিন কিডনি ও লিভার রোগে ভুগছিলেন। মৃতুকালে তার বয়স হয়েছিল (৭৪) বছর। আনছার উদ্দিনের বড় ছেলে বলেন রাত ৯ টার সময় জানাযা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

নিহতের কফিনে সালাম প্রদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম। এসময় দর্শনা থানার এস আই শামিমের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ গার্ড ওফ অনার দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রুস্তম আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তমছের, বদরুল আলম ফিটটু, রহমান, আলতাফ, আলাউদ্দিন, সিরাজুল, মশিউর রহমান, নুরে আলম।

সাংবাদিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর আদর্শকে লালন করতে

হবে

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা তাঁতীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের উপজেলা মোড়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালি-খোকসা) আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

এসময় তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্ট নিহত তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতির প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল অকৃত্তিম ভালোবাসা ও বিশ্বাস। কিন্তু বাঙ্গালী সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট এর পর থেকে বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তুলনা বঙ্গবন্ধুই। তাঁর মর্যাদাকে কেউ খাটো করতে পারবে না।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর আদর্শকে লালন করতে হবে, তাঁর চারিত্রিক গুনাবলীকে ধারন ও অনুস্মরণ করতে হবে; বঙ্গবন্ধুকে শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে স্মরণ করে, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, দর্শন,ও কার্যক্রমকে অনুকরণ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্নক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সেলিম রেজার পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক, শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম

সম্পাদক ও কাউন্সিলর মীর রেজাউল হক বাবু, জেলা তাঁতীলীগের সাবেক আহবায়ক নজরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জীবিত সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুই সন্তানের জননী ডলি খাতুনকে গলা টিপে হত্যার ঘটনায় স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজকে (৪২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে তাকে কড়া পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ মিরপুর উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে।

কুষ্টিয়া জজ কোটের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মিরপুর উপজেলার পশ্চিম চুনিয়াপাড়া গ্রামে বাহারুল ইসলামের মেয়ে ডলি খাতুনের সাথে ১৪ বছর আগে পারিবারিকভাব বিয়ে হয় একই উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজের।

বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডলির সাথে কামালের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। এর মধ্যেই ডলি মিরপুর থানার তালবাড়ীয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর থেকে ডলি খাতুনের ওপর তার স্বামী কামাল নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে আসাদুজ্জামান কামালের সাথে তার স্ত্রী ডলির কথা কাটাকাটি এবং ধস্তাধস্তি হয়। এর এক পর্যায়ে কামাল তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে।

এ ঘটনায় নিহত ডলির পিতা বাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে একইদিনে মিরপুর থানায় ডলির স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ, তার পিতা সন্টু কবিরাজ এবং মাতা আমেনা খাতুনকে আসামি একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারের পর স্ত্রী ডলিকে গলা টিপে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসাদুজ্জামান কামালকে অভিযুক্ত করে ২০১৯ সালে ২৬ জুন মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আবু বক্কার। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

ইবিতে গ্রীন ভয়েসের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) পরিবেশবাদী যুব সংগঠন গ্রীন ভয়েস শাখার নবীন বরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। মূলধারার কর্মসূচির পাশাপাশি অনুষ্ঠানের শেষাংশে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, গ্রীন ভয়েস সারা বাংলাদশে জুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা হয়। এটি পরিবেশবাদী যুব সংগঠন। এ সংগঠন পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবামূলক সকল কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

সকল দূর্যোগ বা মহামারী পরিস্থিতে অসহায়-গরীব মানুষদের সহযোগিতা করেন এ সংগঠনটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আরমিন খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির আহ্বায়ক রুমি নোমান। অনুষ্ঠানটি গ্রীন ভয়েস ইবি শাখার সভাপতি মোখলেসুর রহমান সুইটের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন দলটির সকল নেতৃবৃন্দ ও নবীন শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লোকসাহিত্য চর্চা বিভাগের আহসান হাবিব রানা। কুইজ প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রাজা আহম্মেদ, অবন্তী বিশ্বাস লোকসাহিত্য চর্চা বিভাগের পবিত্র রয় অন্যান্য বিভাগের সর্বমোট ১২ জন বিজয়ী হয়েছে।

ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি (ভার:) প্রফেসর ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক

প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুল আরফিনের পরিচালনায় সভায় আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর ড. শাহজাহান মন্ডল।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের জাতীয় শোকদিবস ও গ্রেনেড হামলা দিবস ২০২২ উদ্যাপন কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার (ভার:) এইচ. এম. আলী হাসান, ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের জাতীয় শোকদিবস ও গ্রেনেড হামলা দিবস ২০২২ উদ্যাপন কমিটির সদস্য-সচিব আলমগীর হোসেন খান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, দিয়েছেন লাল-সবুজের পতাকা। যিনি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এমন একজন মানুষকে তাঁর কাছের মানুষদের হাতে স্বপরিবারে জীবন দিতে হলো। এধনের জঘন্যতম ঘটনা বিশ্বের বুকে দ্বিতীয়টি আর ঘটেনি।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র ১২জন আসামীর ফাঁসির মধ্যদিয়ে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কমিশন গঠনের মাধ্যমে এ হত্যাকান্ডের নেপথ্যে যারা ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এটা আজ আমাদের সবার প্রাণের দাবি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে ইসলামী বিশবিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভাইস চ্যান্সেলর ড. শেখ আবদুস সালাম এসব কথা বলেন।

সভায় প্রধান আলোচকের আলোচনায় কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান লাল্টু বলেন, ১৯৭৫ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত চরমভাবে এদেশের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। তাই বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বই দু’টি পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষার সংগঠন। অনেক

সুবিধাবাদিরা এসংগঠনে প্রবেশ করে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, এ সংগঠন এবং সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অনেক ইতিহাস আছে। সুবিধাবাদিরা যেন প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় সাপের কাপড়ে সূর্য বিশ্বাস
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে সে মারা যায়। সূর্য সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গা গ্রামের আশরাফুল বিশ্বাসের ছেলে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্র।

সুর্য বিশ্বাসের সহপাঠী সোহান আহমেদ জানায়, রাতে শহরের বিসিক শিল্পনগরীর প্রবেশ পথে নিজেদের মুদি দোকানে ঘুমিয়ে ছিল সূর্য বিশ্বাস। ভোর ৪টার দিকে দোকানের ভেতর থেকে একটি সাপ বের হতে দেখে স্থানীয়রা।

এর কিছুক্ষণ পর সূর্য চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা দোকানের শাটার খুলে ভেতর থেকে সূর্যকে বের করে আনে। এরপর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ও পরে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফের সদর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফাল্গুনী রানী সাহা বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই সে মারা গেছে। হয়তো সময় মতো হাসপাতালে আনলে ছেলেটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো।

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫নং কালিচরণপুর ইউনিয়নের উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রীস আলীর পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা, মিথ্যা মানববন্ধন করে অপপ্রচার, হয়রানী ও দায়েরকৃত মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি প্রদানের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী মুক্তযোদ্ধা পরিবার।

মঙ্গলবার (১৬আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রীস আলী ও মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী রঞ্জনা খাতুন জানান, মোঃ ইদ্রিস আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর রহমান এর নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেলার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনেন ও জানেন। মুল বাড়ী হরিণাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে হলেও তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালিচরণপুর ইউনিয়নে উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে বসবাস করেন।

গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থন করায় বর্তমান স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর মিজানুর রহমান মিজু’র ইন্ধোনে সম্পতি ও জায়গা জমি নিয়ে একই গ্রামের পাঞ্জু শাহ, ইউনুস ও সুরত আলীর সাথে পুরাতন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। জমিজমা সংক্রান্তে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নং- অতিরিক্ত জেলা জজ (২) দেওয়ানী আপিল-৮৪/২০। এরই জের ধরে তাদের প্রতিপক্ষ তোয়াজ উদ্দিন এর পুত্র মনিরুল প্রায়ই ইদ্রীস আলী বড় কন্যা (ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের মাষ্টার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী) রঞ্জনাকে উত্ত্যক্ত ও আপত্তিজনক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল।

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকাবস্থায় গত ২২ জুলাই রাত ৮ টার সময় তুহিন ও মনিরুলের হুকুমে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে তার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে।

এতে শালিকা শিখা খাতুন ও তার পুত্র মোঃ নয়ন কে জখম করে। এ সময় তার কন্যা (রঞ্জনা খাতুন) প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেলে মনিরুল,

রানা রঞ্জনার জামা কাপড় ছিড়ে শ্লীলতাহানি ঘটায় ও এলোপাতাড়ী মারপিট করে এমনকি প্রতিবন্ধী স্ত্রী রাশিদা খাতুনকে মারপিট করে, শ্যালকের ৫ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রীর তলপেটে লাথি ও ঘুষি মারে মনিরুল, ওবায়দুল ও আসাদ।

তিনি গত ২৩ জুলাই হতে ৩০জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো শংকা মুক্ত নন।

বিষয়টি নিয়ে তার শালিকা ও তার পুত্র মোঃ নয়ন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২৫জুলাই ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা দায়ের করে তার শ্যালক মোঃ সাবান শাহ। মামলা নং- ২২৫/২২ এবং কন্যা রঞ্জনা খাতুন গত ২৯জুলাই তারিখে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং- ৫৮/৩২৫।

তিনি লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন এ ঘটনার পর থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খুনের হুমকি ধামকি দেয়। গত ১ আগস্ট আসামীদের জামিনের পরপরই আমার কন্যা রঞ্জনা খাতুন ও শ্যালক সাবান শাহ কে হত্যার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় রঞ্জনা খাতুন ২ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে। ডায়েরী নং- ১১৯ এবং সাবান শাহ বাদী হয়ে গত ১আগস্ট ঝিনাইদহ কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং- ৪৩৪/২২।

উক্ত ঘঁটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে থানা প্রশাসন এবং পিবিআই দফায় দফায় তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর পরেও তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে গত ১২ আগস্ট সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা বাজারে একটি কথিত মানব বন্ধনের নামে আদিবাসীদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অশ্লীল ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার, প্লেকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করে। আদৌও তারা কোন আদিবাসী নয়।

এ বিষয়ে তিনি ১৩ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন যার নং- ৮৭৪। তাছাড়া দুই কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি কে.সি. কলেজে পড়ুয়া মেয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর পতিতা বিত্তি পেশার সাথে তুলনা করে। তাদের কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ও প্লেকার্ড প্রদর্শন করেছে। যা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য লজ্জাজনক ও মানহানিকর। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি

আবাসন প্রকল্পে দুই দফা ঋণ উত্তোলন করে উক্ত স্থানে স্থানীয় আনারুল ইসলাম তুফান মালিতার নিকট হইতে ৩ শতাংশ জমি নিয়ে একতালা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করি। উক্ত ৩ শতাংশ জমি ব্যতিত আমার কোন সম্পত্তি নেই। আমি কখনোও আদিবাসি নামধারী কাহারও নিকট হইতে জমি ক্রয় বা ভোগদখল করি নাই। তথাপিও আমার ঋণের টাকায় নির্মানাধীন বাড়ি নিয়ে নানারকম কুরুচি পূর্ন বক্তব্য প্রদর্শন করে।

পরিবারটি এখন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (সাবেক কমান্ডার) রেজাউল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দীন, শ্যালিকা শিখা খাতুন প্রমূখ।